রায়মোহন ও কিছু কোষ্ঠকাঠিন্য রোগী

কর্ণফুলীর পর্যালোচনা

আতুড়ঘরে নবজাত শিশুটিকে বাবা মা আহ্লাদ করে কি নাম দিয়েছিলেন এবং বয়সকালে ইংরেজী দেশগুলোতে এসে উক্ত শিশুটি তার আসল নাম পাল্টে কি নাম ধারন করেছে তা অনেকেই জানে না। লক্ষ্য করা গেছে বাংলাদেশীরা অনেকে অষ্ট্রেলিয়াতে এসে উচ্চারনের সুবিধার জন্যে ইংরেজী সুরে তারা তাদের নাম পাল্টে ফেলেন। যেমন, শামসুল হয়েছেন স্যামুয়েল, জরিনা হয়েছে জেরী, অনিরুদ্ধ হয়েছে এ্যানড্রু, মালেক হয়েছে মাইকেল। কিন্তু সিডনীর একজন ধুরন্ধর মাইগ্রেশন দালাল এবং '৭১ এর যুদ্ধাপরাধীদের বিচার' দাবীদার ব্যক্তিটি 'রেয়মন্ড' নাম কখোন এবং কেন পাল্টালো, তা অনেকেরই জিজ্ঞাস্য। অতি আগ্রহী কিছু ব্যক্তি ধারনা করছেন জন্মগত ভাবে হয়তবা তার নাম 'রায়মোহন' অথবা 'রহমান' ছিল যা পরে অষ্ট্রেলিয় উচ্চারণে 'রেয়মন্ড' হয়েছে। কেউ বলছেন, পার্শ্ববর্তী দেশ নিউ জিয়াল্যান্ডে গিয়ে রিফুজী ভিসার জন্যে দরখাস্ত করে সে বছর দেড়েক চর্কি খেয়ে সুবিধা করতে না পেরে বাংলাদেশে ২০০২ সনে ফেরত যায়। অতপর টুরিষ্ট ভিসা নিয়ে উক্ত 'রায়মোহন' তার নাম ও হাল সাকীন বদল করে ভিন্ন পাসপোর্টে ২০০৩ এ অষ্ট্রেলিয়াতে প্রবেশ করেছিল। আবার অনেকে বলছেন, সিডনীতে অবতরন পর রিফুজী ভিসার জন্যে দরখাস্ত করার সময় চাতুরালী করে সে তার ধর্ম পরিবর্তনের বিষয়টিকে পোক্ত করতে গিয়ে নাম পাল্টে ফেলে। কিন্তু নিন্দুকেরা বলছেন অন্যকথা, বাংলাদেশে একজন নির্যাতিত সমকামী হিসেবে অষ্ট্রেলিয়াতে আশ্রয় পেতে সে এ্যাফিডেভিট করে 'রেয়মন্ড' নাম ধারন করেছিল। গতানুগতিক নামটি পাল্টে ইংরেজী নাম নিলে সমকামী হিসেবে বেশি বিশ্বাসযোগ্য হয়। সে ধারণা থেকেই সে নাম বদলের ঐ মহৎ কর্মটি তখন করেছিল। [টোকা মারুন]

সমকাম একটি ঐশ্বরিক ব্যাপার এবং আধুনিক যুগে সমকামী হওয়া অনেকটা গর্বের বিষয়। কারণ স্বয়ং সৃষ্টিকর্তাও তার সৃষ্ঠ জ্বীন ও ইনসানকে শেষবিচারে পুরুস্কৃত করতে হুর ও গেলমান সৃষ্টি করে রেখেছেন। তিনি 'সমকামী'দেরকে মুহাব্বত করে 'গেলমান' বলে ডাকেন এবং প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যেসকল সমকামী পৃথিবীতে তার আদেশ মান্য করবেন সেই অনুগত বান্দাদেরকে তিনি বেহেস্তে 'গেলমান' দিয়ে পুরস্কৃত করবেন। আর তাছাড়া পুরুষ সমকামী হলে সেটা স্বাস্থ্যের জন্যেও ভালো এবং আরামদায়ক। কারন সমকামীদেরকে সাধারণত কোন কোষ্ঠকাঠিন্য অসুবিধায় ভুগতে হয়না। ভুপৃষ্ঠের গভীরে প্রবাহিত ফল্গুধারা থেকে চাপাকলের পিষ্টন দিয়ে যেভাবে জল উত্তলন করা হয় সমলিঙ্গ মিলনের ক্ষেত্রেও মানবদেহে 'কোষ্টকাঠিন্য' বিষয়টি ঠিক সেভাবেই কাজ করে থাকে।

বর্তমান বিশ্বে স্বয়ং সৃষ্টিকর্তার অসীম দয়ায় যে হারে সমকামীতা বাড়ছে তাতে দেখা যাবে ধীরে ধীরে একদিন মানবজাতির সকলেই সমকামী হয়ে গেছে, অতপর কেয়ামতের কালে সকলে 'হিজড়া'তে রূপান্তরিত হয়ে যাবে। মৃত্যুপর মানবদেহ নশ্বর ভুবনে পড়ে থাকে আর অবিনশ্বর আত্মা চলে যায় মহাকালের মহাপ্রভুর কাছে। আত্মার কোন লিঙ্গ ভেদাভেদ নেই অর্থাৎ হাসরের ময়দানে সারা জাহানের আশরাফুল মখলুকত সকলে তখন 'লিঙ্গহীন' অথবা 'লিঙ্গ পরিচয়হীন' ভাবে যার যার হিসাবের খাতা [আমল নামা] নিয়ে সৃষ্টিকর্তার সামনে দাঁড়াতে হবে। আর তাই নশ্বর এই ভুবনে আদম নবী'র আওলাদকে কেউ সমকামী বলে নির্যাতন, তিরষ্কার ও হয়রানী করলে কেয়ামতের দিন তাকে কঠিন সাজা পেতে হবে। কারণ সমকামীরা স্বয়ং ইশ্বরের আশির্বাদপুষ্ট ও মুহব্বতের বান্দা। সে কারণে পার্থিব জগতে সেই বান্দা নিজেকে গেলমান বা সমকামী হিসেবে পরিচয় দিতে বাপ-দাদার দেয়া নাম কেন পরিবর্তন করতে হয় তা সত্যি অনেকের বোধগম্য নয়।

সিডনী'র বাংলাদেশী 'রেয়মন্ড' তার নাম পরিবর্তন ও নাটকীয় নানা ঘটনা সৃষ্ঠি করে শেষাব্দি অষ্ট্রেলিয়ার রিফুজী ভিসাটি অর্জন করে। কিন্তু তার অশান্ত মন তাতেও তৃপ্ত হয়না। গুরু জহিরুল হক মোল্লার

দীক্ষা নিয়ে রেয়মন্ড গোপনে অন্যান্য রিফুজী প্রার্থীদের সাহায্য করার জন্যে বিশ্বাসযোগ্য রিফুজি গল্প তৈরীতে মনোনিবেশ করে। অনেক দেশী ভাইদেরকে সে 'গেলমান' হিসেবে পরিণত করে। জুলাই ২০০৬ সনে সে মাইগ্রেশন এজেন্সি নিয়ে ভারত ও বাংলাদেশ থেকে দলে দলে টুরিষ্ট আমদানী করে তাদেরকে রিফ্যুজী ভিসার দরখাস্ত করিয়ে সোজা গ্রিফীত সহ অষ্ট্রেলিয়ার বিভিন্নাঞ্চলে ক্ষেত খামারে রফতানী শুরু করে। এ ব্যাবসাতে সে আম সহ আমের আঁটি উভয়টি গিলে খেত, অর্থাৎ একদিকে দরখাস্ত করার জন্যে মক্কেল থেকে ফী এবং অন্যদিকে খামার মালিক থেকে শ্রমিক পাঠানোর জন্যে কমিশন হাতিয়ে নিত। উক্ত বিষয়ে রেমন্ডকে 'ভুয়া-ফজলু' নামে তার এক বন্ধু যথেষ্ঠ সহযোগীতা করেছিলো বলে কথিত আছে। উক্ত বন্ধু রেয়মন্ডের সাথে দাসস্থান নামে কুখ্যাত গ্রিফীত সহ বিভিন্ন খামার ও প্রত্যন্তাঞ্চল ভ্রমনের কথা 'অষ্ট্রেলিয়ার পথে পথে' নাম দিয়ে আওয়ামী লীগের লিফলেট নামে পরিচিত বাংলাদেশের দৈণিক জনকণ্ঠে কিছুদিন ছাপিয়েছিল।

মাইগ্রেশন ইন্ডাষ্ট্রিতে রাতারাতি নাম প্রচার করে বেশী মক্কেল ধরার জন্যে উক্ত রেয়মন্ড ২০০৬ এর শেষদিকে দৈণিক জনকণ্ঠের ফজলুল বারীর সাথে যুক্তি করে আচানক ১৯৭১ সনে যুদ্ধাপরাধীদের বিরুদ্ধে অষ্ট্রেলিয়ার আদালতে একটি ভুয়া মামলা করে। আর এ দুষ্টু বুদ্ধিটিকে রঙ মেখে ভুয়া-ফজলু ঐ কুখ্যাত দৈণিকে ছাপিয়ে বাজারে হাওয়া ছাড়তে শুরু করেন। ফজলুর স্বপ্ন ছিল অষ্ট্রেলিয়ায় আসা এবং উক্ত লেখালেখির জন্যে বাংলাদেশে তার টিকে থাকা দায় কারণগুলো সৃষ্টি করা। শত-সহস্র নিরীহ পাঠকদেরকে মিথ্যা সংবাদ প্রচার করে ফজলু তার স্বার্থ উদ্ধার করে নিয়েছে। অষ্ট্রেলিয়ার টুরিষ্ট ভিসা নিয়ে ফজলু সিডনীতে অবতরণ করার পরই রেয়মন্ড তার উক্ত আজগুবী মামলাটি কোন ব্যাখ্যা ও বিবৃতি ছাড়াই আদালত থেকে প্রত্যাহার করে। উক্ত বিষয়ে ভুয়া-ফজলু তার দৈণিকে ভুল স্বীকার করে কোন সংবাদ ছাপায়নি। যা হবার তা-ই হলো, ফজলু অষ্ট্রেলিয়ার ভিসা পেল, রেয়মন্ড কিছু পরিচিতি পেল আর আবেগপ্রবণ বাঙালী ও বঙ্গবন্ধুর সন্তানেরা মুখে বুড়ো আঙুলটি পুরে চুক চুক করে চুষতে থাকলো। ঐ ভুয়া মামলা বিষয়ে এখন কেউ জিজ্ঞেস করলে অতি বিনয়ের সাথে ফজলু বলে "আমি এখন খুব ব্যাস্ত। কারন দু-কুড়ি বয়সে সিডনীতে ফুল-টাইম [Fool time] পড়ালেখা আর পার-টাইম [Far time] পরিচ্ছন্ন কর্মী হিসেবে টয়লেট ছাপ করে এখন লেখালেখির সময় পাইনা।" [টোকা মারুন]

ধুর্ত রেয়মন্ড তার সৃষ্ঠ ভুতুড়ে আন্দোলনের বিষয়টি পরবর্তিতে ডঃ মি নামের আরেকজন অর্ধ উম্মাদের কাঁধে চেপে দিয়ে নিজে ভারত থেকে রিফুজী নামের 'দাস' আমদানী ব্যাবসায় মনোনিবেশ করে। 'নাই যদি কাজ, তবে খই ভাজ' প্রবাদে অনুপ্রানিত হয়ে উক্ত ডঃ মি একই সুত্রে রাতারাতি প্রচার অর্জনের জন্যে রেয়মন্ড থেকে তার 'কোষ্ঠকাঠিন্যের' ঝান্ডাটি হাতে তুলে নেয়। খুলনা শহরের একটি বিশ্বস্থ সুত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সিডনীবাসী কিছু নিন্দুক বলেন যে কৈশর থেকেই উক্ত ডঃ মি একজন কোষ্ঠকাঠিন্যের রোগী ছিলেন। যার ফলে পিতামাতার ওয়াছিতে দু-দুবার শাদী করেও বিপরীত লিঙ্গের পার্টনারদেরকে চুড়ান্ত যৌবনকালে তিনি ধরে রাখতে পারেননি। আর তাই শেষাব্দি পেশাগত কাজের ফাঁকে তিনি অকাজে ব্রতী হয়ে রেয়মন্ড থেকে, '১৯৭১ সনের যুদ্ধাপরাধীদের বিচার দাবী' নামের ঝান্ডাটি এখন তুলে নিয়ে বিভিন্ন মেলা ও সমাবেশে ঠাঁয় দাঁড়িয়ে থাকেন।

ভুয়া-ফজলু, ডঃ শ্যাম ও ডঃ মি'র মত কোষ্ঠকাঠিন্যে আক্রান্ত রোগিদের মুখোশ উম্মোচন করে গত ১৭ই মে ২০০৮ উক্ত রেয়মন্ডের সুরাত অষ্ট্রেলিয়ার জাতীয় পত্রিকার প্রচ্ছদে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। অষ্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন খামারে যৌন নির্যাতন থেকে শুরু করে নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্থ ও ভুয়া রিফুজীদের সকলের কেস মিথ্যা এবং ঐসকল ব্যক্তিদের দরখাস্ত ইমিগ্রেশনে দাখিল করা তার উচিৎ হয়নি, রেয়মন্ড অবলীলায় তা স্বীকার করেছে। সভ্য সমাজে দাসপ্রথা পূনঃপ্রবর্তন ও উৎসাহীত করার বিষয়টি এখন ফেডারেল সরকার তদন্ত করছেন এবং রেয়মন্ডকে আপাতত মাইক্রোস্কোপের নীচে তারা চিৎপটাং শুইয়ে রেখেছেন। রেমন্ডের সকল কুকর্মের সাক্ষী ও সাথী ফজলূল বারীকেও [ভুয়া-ফজলু] অদুর ভবিষ্যতে মাইক্রোস্কোপের স্লাইডে শোয়ানো হবে বলে একটি বিশ্বস্থ সুত্রে শোনা যাচ্ছে। [টোকা মারুন]